সভ্যতার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সভ্যতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম **সভ্যতার সংজ্ঞা** নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, **ইসলামী সভ্যতা বলতে কী বোঝায়**, অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য কী, এবং সভ্যতাকে মূল্যায়নের সঠিক পরিমাপক কী—এসব বিষয় স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা জরুরি।

সাধারণভাবে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, উপনিবেশবাদ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের আলোকে সভ্যতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সভ্যতা কেবল বস্তুগত উন্নয়ন বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নাম নয়; বরং এটি মানুষের **আকীদা, জ্ঞান, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা এবং আল্লাহর বিধানের আলোকে পরিচালিত জীবনব্যবস্থার সমন্বিত রূপ**।

এই আলোচনায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে—

1. **আল-ইরফান (المعرفة)** — জ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি
2. **আল-আকওয়ান (الأكوان)** — সৃষ্টি জগৎ ও মহাবিশ্ব
3. **আল-মীযান (الميزان)** — ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার
4. **আল-ইনসান (الإنسان)** — মানুষ ও তার মর্যাদা
5. **আল-আবদান (الأبدان)** — মানবদেহ ও শারীরিক কল্যাণ
6. **আল-লিসান (اللسان)** — ভাষা, যোগাযোগ ও সংস্কৃতি
7. **আল-মাকান (المكان)** — স্থান, পরিবেশ ও ভূগোল
8. **আয-যামান (الزمان)** — সময় ও ইতিহাস
9. **আল-উমরান (العمران)** — সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার বিকাশ

আল-ইরফান (জ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি)

আলোচনার সূচনা করা হবে **আল-ইরফান** দিয়ে। *ইরফান* অর্থ কোনো কিছুর প্রকৃত স্বরূপ, মৌলিক সত্য ও বাস্তবতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। ইসলামে জ্ঞান কেবল তথ্য সংগ্রহের নাম নয়; বরং এমন জ্ঞান, যা মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করে, আল্লাহর পরিচয় লাভে সহায়তা করে এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম করে।

এখানে আলোচিত হবে—জ্ঞান কী, জ্ঞানের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত, ওহী ও ইলাহী নির্দেশনার গুরুত্ব কী, এবং একজন মুসলিমের জ্ঞানচর্চার ভিত্তি কী হওয়া উচিত।

সবশেষে বলা যায়, সভ্যতা এমন কোনো বিষয় নয়, যাকে কেবল “ভালো” বা “খারাপ”—এই দুই ভাগে সীমাবদ্ধ করা যায়। সভ্যতা মূলত একটি **জীবনব্যবস্থা**, যা মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ইসলামী সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো—এটি মানুষের পার্থিব কল্যাণের পাশাপাশি আখিরাতের সফলতাকেও সমান গুরুত্ব দেয় এবং মানবজাতিকে ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়।